দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 12 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাকা পলিটেকনিকে সংঘর্ষের ঘটনায় ২টি মামলা দায়ের

আজ থেকে সকল ক্লাস চলবে

স্টাফ রিপোর্টার

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় গতকাল (সোমবার) ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় দায়ের করা ওই দু'টি মামলার বাদী ইকবাল হোসেন ও শাহরিয়ার হোসেন। তারা দু'জনই ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র। উভয় মামলায় ২৯ জনকে আসামী করা হয়েছে। অন্যদিকে ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ করে দিলেও প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা হয়েছে। আজ (মঙ্গলবার) যথারীতি সকল ক্লাস ও পরীক্ষা চলবে। তবে এই পৃঃ ১১ঃ কঃ ৮

ঘটনায় গতকাল পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

পুলিশ জানায়, ঢাকা পলিটেকনিকে সংঘর্ষের ঘটনায় ১৪ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেছেন ইকবাল হোসেন। তার পিতার নাম আফজাল হোসেন। শরিয়তপুর জেলার ডামুডা থানার চরনারায়ণপুর তার গ্রামের বাড়ী। তার মামলায় আসামী করা হয়েছে শাহরিয়ার হোসেন, রহিম, রাজ্জাক, সজিব, জাকির, রাজু, রুবেল, আরিফ, ইমাম ও আরো অজ্ঞাত কয়েকজনকে। একই ঘটনায় ১৫ জনকে আসামী করে অপর মামলাটি করেন শাহরিয়া হোসেন। তার পিতার নাম আকরাম হোসেন। বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার বহরগুলিয়া গ্রামে তার বাড়ী। শাহরিয়ার তার মামলায় আসামী করেছে মাহবুব আলম, রফিকুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন, মাকসুদুর রহমান, জাকির, বাবুল, রাসেলসহ অজ্ঞাত কয়েকজনকে। পুলিশ এখন পর্যন্ত কোন আসামী গ্রেফতার করতে পারেনি। অন্যদিকে হামলায় আহত ছাত্ররা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরে গেছেন।

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপালের স্বাক্ষরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ (মঙ্গলবার) থেকে সকল ক্লাশ ও পরীক্ষাসমূহ চলবে। তবে ছাত্রদের হোস্টেল বন্ধ থাকবে। গতকাল সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ইনস্টিটিউট বন্ধ ছিল। আজ থেকে সকল ছাত্রছাত্রীকে যথারীতি ক্লাশে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে।

এদিকে ঢাকা পলিটেকনিক কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজসহ সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৌলবাদী স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাস কর্মকাণ্ড এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধের ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবুল কালাম।

নেতৃদ্বয় এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, সারাদেশে যখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে মানুষ যখন নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির দাবীতে সোচ্চার ঠিক তখন মৌলবাদী স্বাধীনতা বিরোধী এই ছাত্র সংগঠনটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রশাসনের সহযোগিতায় দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তারা মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের আন্দোলনের নামে মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা করেছে। এদের মদদদাতা কারা আমরা তা জানতে চাই। নেতৃদ্বয় অবিলম্বে শিবির সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার-বিচার এবং মৌলবাদী শিবিরের রাজনৈতিক নিষিদ্ধ করার দাবী জানিয়েছেন।

ছাত্রসেতা

নামধারী ইসলামী সংগঠন ছাত্রশিবির আবার শিক্ষাঙ্গনে পরিকল্পিতভাবে হামলা করে শিক্ষাঙ্গনকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গনে শান্তির পরিবেশ বিরাজ করলেও বিভিন্ন অজুহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন কলেজে ভাঙচুর, সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। তাদের এমন কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম। নেতৃদ্বয় বিবৃতিতে বলেন, মানবতা বিরোধী এ সংগঠনটি সবসময় দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নিজেদের ভাল মানুষ বলে জাহির করতে চায়। তাদের আসল রূপ